সূচিপত্র

অবতরণিকা ⁞ ১১

ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আবশ্যকীয় কিছু বিষয় : ⁞ ১৩

প্রথম বিষয় : দুআ করা ⁞ ১৩

দ্বিতীয় বিষয় : লক্ষ্য অর্জনে খালিস নিয়ত ⁞ ১৪

তৃতীয় বিষয় : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ⁞ ১৫

চতুর্থ বিষয় : আলিমদের জীবনী পাঠ করা ⁞ ১৭

পঞ্চম বিষয় : ইলম অন্বেষণের আদবসংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ পাঠ করা ⁞ ১৮

ষষ্ঠ বিষয় : পাঠ করা, বোঝা এবং মুখস্থ করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতার অধিকারীদের মজলিশে বসা ⁞ ১৯

সপ্তম বিষয় : নফসের মুজাহাদা করা এবং নিরাশ না হওয়া ⁞ ১৯

অষ্টম বিষয় : উপদেশ গ্রহণ এবং নিজের পরিচিত ও সমবয়সীদের প্রতি লক্ষ করা ⁞ ২১

নবম বিষয় : সময়ের বিন্যাস ⁞ ২২

দশম বিষয় : নিজের মুখস্থকৃত, উপলব্ধ বা পঠিত বিষয়ের তাকরার (পুনরাবৃত্তি) করা ⁞ ২৪

এগারোতম বিষয় : ইলমের প্রসার ⁞ ২৫

বারোতম বিষয় : যখনই কোনো ইলম বৃদ্ধি পাবে, তখনই আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করা ⁞ ২৬

তেরোতম বিষয় : নেতৃত্ব তালাশ করার ব্যাপারে সাবধান থাকা ⁞ ১২৭

চোদ্দোতম বিষয় : অনুগ্রহ তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ⁞ ২৮

পনেরোতম বিষয় : বিজ্ঞ শাইখদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করা এবং তাদের দরসের ব্যাপারে শিথিলতা না করা ⁞ ২৯

সর্বশেষ বিষয় : বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা ⁞ ২৯

কীভাবে মুখস্থ করবেন?

১. উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা ⁞ ৩৩

২. উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা ⁞ ৩৪

৩. যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠ করবে বা যা মুখস্থ করার ইচ্ছা, তা থেকে উপযুক্ত পরিমাণ নির্বাচন করা ⁞ ৩৫

৪. উপযুক্ত পরিবেশ গ্রহণ করা ⁞ ৩৬

৫. মুখস্থকৃত বিষয়টি ভাগ ভাগ করে নেওয়া ⁞ ৩৮

৬. যে কপি থেকে মুখস্থ করার ইচ্ছা, তা এক রাখার চেষ্টা করা ⁞ ৩৯

৭. যে মূল পাঠটি মুখস্থ করা হবে, তা হরকত দিয়ে সাজিয়ে নেওয়া ⁞ ৩৯

৮. যেসব জিনিস কঠিন বা যা মুখস্থ রাখা কঠিন, তার জন্য বর্ণগত পরিভাষা বা নিয়ম বানিয়ে নেওয়া ⁞ ৪১

৯. নফসকে মুখস্থের ওপর অভ্যস্ত করে তোলা এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া ⁞ ৪৩

১০. মুখস্থকৃত বিষয়ের যত্ন নেওয়া এবং নিজের সাথে বা অন্যের সাথে তা বারবার আলোচনা করা ⁞ ৪৪

১১. মুখস্থকৃত বিষয়ের ওপর আমল করা ⁞ ৪৬

১২. কতিপয় আহলে ইলম এমন কিছু খাবার ও পানীয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মুখস্থের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয় ⁞ ৪৭

১৩. হাফিজদের জীবনীর দৃষ্টান্ত নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলো পাঠ করা ⁞ ৪৮

কীভাবে পড়বেন?

১. উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা ⁞ ৫২

২. উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা ⁞ ৫৩

৩. বই পাঠে পরামর্শ ⁞ ৫৪

৪. সর্বোত্তম সংস্করণ নির্বাচন করা ⁞ ৫৫

৫. সংক্ষিপ্ত বই দ্বারা পাঠ শুরু করা ⁞ ৫৭

৬. পঠিতব্য কিতাব সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা পাঠের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া ⁞ ৫৭

৭. সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ গ্রহণ করা ⁞ ৫৯

৮. পাঠ বণ্টন ⁞ ৬০

৯. শুরু ও শেষের তারিখটি নথিভুক্ত করে রাখা ⁞ ৬০

১০. শেষ করার জন্য দ্রুত পড়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা ⁞ ৬১

১১. পড়ার মাঝে বিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা ⁞ ৬২

১২. গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাগুলো নোটবন্দী করে রাখা ⁞ ৬৩

১৩. কিতাব পাঠ করার সময় ফায়দাগুলোর সারাংশ তৈরি করা ⁞ ৬৩

১৪. নির্ধারিত কোনো শাস্ত্রে কিতাব পাঠ করলে ওই কিতাবকেই মূল বানিয়ে নেওয়া ⁞ ৬৪

১৫. সংযোগ ও পার্থক্যের পদ্ধতি ⁞ ৬৫

১৬. মৌসুমের বই মৌসুমেই পাঠ করা ⁞ ৬৬

১৭. ফাতওয়ার কিতাবসমূহ পাঠ করা ⁞ ৬৭

১৮. নতুন কোনো বই কিনলে বা হাদিয়া পেলে, সেটি লাইব্রেরিতে রাখার আগেই তার সূচিপত্র ও ভূমিকা পড়ে নেওয়া ⁞ ৬৮

১৯. এক কিতাব থেকে অন্য কিতাবে ছোটাছুটির ব্যাপারে সতর্ক থাকা ⁞ ৬৯

২০. পড়ার ব্যাপারে দুর্বলতা অনুভব করলে সাথিদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করা ⁞ ৭০

২১. উপস্থাপনার মাধ্যমে পড়া ⁞ ৭১

২২. সাহিত্যের কিছু কিতাব পাঠের মাধ্যমে নিজেকে আনন্দ দেওয়া ⁞ ৭১

২৩. কিছু মানুষের যোগ্যতা আছে; কিন্তু তা ভিন্ন স্থানে বশীভূত হয়ে আছে ⁞ ৭২

কীভাবে বুঝবেন?

১. বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ ⁞ ৭৫

২. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ⁞ ৭৬

৩. বোঝার ক্ষেত্রে কোমলতা প্রদর্শন করা এবং তাড়াহুড়া না করা ⁞ ৭৭

৪. পড়ার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হওয়া ⁞ ৭৮

৫. পঠিত বিষয় ভাগ করে নেওয়ার মতো বুঝতে চাওয়া বিষয়টিও ভাগ করে নেওয়া ⁞ ৭৯

৬. জেহেনকে ধরে রাখা ⁞ ৭৯

৭. সব সময় অন্যের ওপর ভরসার চেষ্টা না করা; বরং নিজে নিজে বোঝার ব্যাপারে অভ্যাস গড়ে তোলা ⁞ ৮১

৮. উপলব্ধ মূল মাসআলাগুলোর সারাংশ তৈরি করা ⁞ ৮২

ব্যাপক একটি উপদেশ ⁞ ৮৩

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সাথির ওপর।

পর-সমাচার :

এটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, ইলম অন্বেষণ এবং তা অর্জনে চেষ্টা সর্বোত্তম নেক আমল এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের পর ইলমের কল্যাণে মানুষ জানতে পারে, সে কীভাবে সঠিকভাবে তার রবের ইবাদত করবে। কীভাবে সে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং কীভাবে অসৎ কাজে বাধা দেবে। সে জানতে পারে কীভাবে কামনা ও সন্দেহের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে।

ইলম অন্বেষণের মাধ্যমেই মানুষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এর মাধ্যমেই দুনিয়াতে বিভিন্ন কাজের তাওফিক এবং আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে। আর এভাবে সে অর্জন করতে পারে বিশাল অনুগ্রহ।

ইলম অন্বেষণে কিছু যুবকের চেষ্টা-সাধনা ও উদ্যম আশা জাগিয়ে তোলে। এটি পরস্পরকে সুসংবাদ দেওয়ার মতো

বিষয়। তারা নিজেদের সময় ও সম্পদ ইলম অন্বেষণের পথে ব্যয় করছে এবং এ পথে নিজেদের শরীরকে ক্লান্ত করে তুলছে। এটি মহান একটি লক্ষ্য, প্রশংসনীয় একটি মনজিল এবং বিশাল এক মর্যাদা। বরং এটি আমাদেরকে প্রথম যুগের নেককার সালাফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ—পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এমনকি তাঁদের হিম্মত এই পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তাঁরা একটি মাত্র হাদিস শেখার জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করেছেন। ইলমের জন্য তাঁরা যে পথ সফর করেছেন, তা বলার মতো নয়! আর ইলম অন্বেষণে চেষ্টা ও সফর অনেক বড় নেক কাজ। আলিমগণ এ ব্যাপারে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো, খতিব আল-বাগদাদি ﵀-এর লিখিত 'আর-রিহলাতু ফি তালাবিল হাদিস' গ্রন্থটি। আর জীবনী ও ইলম অন্বেষণের আদবসংক্রান্ত গ্রন্থে এ ব্যাপারে যা লিখিত হয়েছে, তা অনেক বেশি; যা গণনা করা তো দূরের বিষয়, খতিয়ে দেখাও সম্ভব নয়।

যেহেতু ইলম অন্বেষণের জন্য সাধনা, সুবিন্যাস এবং কিছু নিয়মনীতির প্রয়োজন হয়, তাই ইলম অন্বেষণকারীকে এসব নিয়মনীতি শ্রবণের ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে। হয়তো আল্লাহ তাআলার সাহায্যের পর সে এগুলোর মাধ্যমে ইলম অর্জনে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

আমি আমার কিতাবের ভূমিকায় সকল তালিবে ইলমের জন্য প্রয়োজন এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করব; চাই এগুলো তাদের মুখস্থ করা, বোঝা অথবা পাঠ করার ব্যাপারে হোক না কেন। এরপর আমি আমার সামান্য পুঁজি অনুযায়ী পড়া, বোঝা এবং মুখস্থ করার বিষয়ে সহজে বিস্তারিত কিছু আলোকপাত করব। বাস্তবতা হলো আমি অন্যের কাছ থেকে শুনে থাকি, আমার কাছ থেকে অন্য কেউ শুনে না।

ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আবশ্যকীয় কিছু বিষয় :

এর মাঝে কিছু আছে, যা ইলম অন্বেষণের যেকোনো পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য

প্রথম বিষয় : দুআ করা

সব সময় আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এর মাধ্যমে বন্ধ জিনিস খুলে যাবে। এটি দূরের জিনিসকে নিকটবর্তী করে দেবে। ছড়িয়ে থাকা জিনিসকে জড়ো করে দেবে এবং কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেবে।

দুআ ও দুআর মর্যাদার ব্যাপারে আলোচনা এমন একটি বিষয়, যার প্রতি আলিমগণ অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা স্বতন্ত্র বহু পুস্তিকা রচনা করেছেন। বাস্তবতা হলো মানুষের মাঝে ইলম অন্বেষণকারী দুআর প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী। উপকরণের সাথে সাথে বান্দা

আল্লাহর সামনে যতই মিনতি ও অনুনয়কারী হবে, তত বেশি সে তার দুআর ফল ও তাকে দেওয়া আল্লাহ তাআলার তাওফিক দেখতে পাবে, যা সে কখনো কল্পনাও করেনি।

দ্বিতীয় বিষয় : লক্ষ্য অর্জনে খালিস নিয়ত

গুণ বর্ণনাকারীর বর্ণনা বা প্রশংসাকারীর প্রশংসার অপেক্ষা করবেন না এবং কাউকে হতবাক করে দেওয়ারও অপেক্ষা করবেন না। যেকোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে এটি হলো, সর্বপ্রথম ধ্বংস ও অবাধ্যতা। বিশেষ করে ব্যাপারটি যখন ইলম অন্বেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন আরও ভয়াবহ হয়; কারণ, এটি এমন এক ইবাদত, যা শ্রবণকারী, পাঠকারী এবং যার কাছে আপনি পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন, তার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।

এখানে এমন একটি বিষয় আছে, যাতে শয়তানের ভাগ রয়েছে। সেটি হলো কোনো কোনো ইলম অন্বেষণকারী যখন বারবার তার নিয়ত সংশোধন করে নেওয়ার পরও দেখে যে, নিয়ত পরিপূর্ণ সংশোধন হয় না, তখন তার ওপর শয়তান বিজয়ী হয়ে যায়। ফলে শয়তান তাকে ইলম অন্বেষণ ও এর জন্য চেষ্টা করতে বাধা প্রদান করে। আলিমগণ এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তালিবে ইলমের জন্য সবচেয়ে বড় শয়তানের কুমন্ত্রণা হলো এটি। সুতরাং তালিবে ইলমকে নিয়তকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ

করে নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। আর যখনই শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেবে, তখন তাকে অব্যাহতভাবে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটিও ইবাদত এবং আল্লাহর পথে এক ধরনের মুজাহাদা।

তৃতীয় বিষয় : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

পাপ দূষিত জিনিস। এটা প্রতিটি কল্যাণ অর্জনের পথে শক্ত প্রাচীরের ন্যায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর একজন তালিবে ইলমকে গুনাহ পরিত্যাগ এবং তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের চেয়ে আরও বেশি সচেতন হতে হবে।

ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'আমি মনে করি মানুষের ইলম ভুলে যাওয়ার কারণ হলো, ভুলে (গুনাহে) লিপ্ত হওয়া।'[১]

আলি বিন খাশরাম ﵀ বলেন, 'আমি ওয়াকি বিন জাররাহ-এর হাতে কোনো কিতাব দেখলাম না; অথচ তিনি আমাদের চেয়ে বেশি বিষয় মুখস্থ করতেন। এতে আমি বিস্মিত হলাম। আমি তাকে প্রশ্ন করে বললাম, "হে ওয়াকি, তুমি কোনো কিতাবও নিয়ে আসো না এবং সাদা জিনিসে (কাগজে) কালো কিছু লেখো না; অথচ আমাদের চেয়ে বেশি বিষয় মুখস্থ করো?!"' তখন ওয়াকি—আলির কানে চুপিসারে—বললেন, 'হে আলি, যদি আমি তোমাকে ভুলে

১. আল-জামি লি আখলাকির রাওয়ি ওয়া আদাবিস সামিয়ি : ২/৩১৪।

যাওয়ার চিকিৎসা বলে দিই, তাহলে কি তা আমল করবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'গুনাহ ছেড়ে দেওয়া।' আল্লাহর শপথ, আমি মুখস্থের জন্য গুনাহ পরিত্যাগের চেয়ে অধিক উপকারী কোনো জিনিস দেখিনি।'[২]

এ কারণেই শাফিয়ি ﵀-এর কবিতায় উল্লেখ রয়েছে :[৩]

شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال اعلم بأن العلم نور *** ونور الله لا يؤتى لعاصي

'আমি ওয়াকি-এর নিকট আমার দুর্বল মুখস্থশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ ছেড়ে দিতে নির্দেশ করলেন। আর তিনি বললেন, "মনে রেখো, ইলম হলো নুর। আর আল্লাহর নুর কোনো অবাধ্যকে দেওয়া হয় না।"'

২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৬/৩৮৪।

৩. এই কবিতাটি ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তার কারণ হলো ইমাম শাফিয়ি ওয়াকি ﵀-এর ছাত্র ছিলেন না। এর উত্তরে বলা হয়, ইমাম শাফিয়ি ﵀ তার কিতাবুল উম্ম-এর কিতাবুস সদাকাতে ওয়াকি-এর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আর এই কবিতাটি তো ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর ব্যাপারেই প্রসিদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ বিষয় : আলিমদের জীবনী পাঠ করা

এটি অনেক উপকারী একটি বিষয়। সুতরাং আপনি ইলমের হাফিজ ও মুহাদ্দিসিন ও অন্যান্যদের জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থগুলো পাঠ করুন, তাহলে বিস্ময়কর অনেক কিছু দেখতে পাবেন। যদি সনদ ও সংবাদের ধারাবাহিকতা না থাকত, তাহলে অনেক বাস্তব বিষয়কেও অস্বীকার করা হতো। কারণ, মানুষ তাদের দৃঢ়তার শক্তি, বুঝের বিশালতা এবং রচিত গ্রন্থসমূহের সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থ অনেক। তবে এর মাঝে সবচেয়ে উপকারী কিছু গ্রন্থ হলো 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' এবং 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'। দুটিই ইমাম আজ-জাহাবি ﵀-এর রচিত গ্রন্থ। আর সকল মাজহাবের ইমামদের জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

যা-ই হোক, তালিবে ইলমের জন্য উচিত হলো, জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠের জন্য নিজের কিছু সময় বরাদ্ধ রাখা; যেন পূর্ববর্তী মহা মনীষীদের জীবনী পাঠ করে তার হিম্মত শক্তিশালী হয় এবং তার দৃঢ়তা মজবুতি লাভ করে।

পঞ্চম বিষয় : ইলম অন্বেষণের আদবসংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ পাঠ করা

এগুলো হলো সে সকল কিতাব, যা ইলম-অন্বেষীদের জন্য রচনা করা হয়েছে; যেন তালিবে ইলম ও ইলমের প্রাথমিক ছাত্র ইলমের মজলিশে উপস্থিত হয়ে কীভাবে ইলম অর্জন করবে, তা সম্পর্কে জানতে পারে। সে কীভাবে ইলমের শাইখদের সামনে উপস্থিত হবে, কীভাবে নিজের সমবয়সীদের সামনে উপস্থিত হবে এবং কীভাবে সে অজ্ঞদের ইলম শেখাবে? সে কীভাবে নিজের পরিবারের লোকদের সাথে আচরণ করবে এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছু আছে। ইলম অন্বেষণসংক্রান্ত গ্রন্থগুলো মানুষের সামনে কল্যাণের অনেক দরজা উন্মোচিত করে দেয়।

এ রকম কিছু কিতাবের উদাহরণ হলো, 'আল-জামি লি আখলাকির রাওয়ি ওয়া আদাবিস সামিয়ি'—খতিব আল-বাগদাদি ﵀-এর রচিত। তেমনই আরেকটি কিতাব হলো 'তাজকিরাতুস সামিয়ি ওয়াল মুতাকাল্লিম'—এটি ইবনে জামাআহ আল-কিনানি কর্তৃক রচিত। এ ব্যাপারে আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে।